কালের কণ্ঠ

31 MAY 2017

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ছবি : কালের কণ্ঠ

নিজ কলেজে সংবর্ধনা গাফফার চৌধুরীকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

'আমি কলেজে পড়ার সময় অধ্যক্ষকে বেশ ভয় পেতাম। এ জন্য অধ্যক্ষের রুমের সামনে যেতাম না। অথচ সেই অধ্যক্ষই কি না নিজে গেল আমাকে দাওয়াত দিতে। সেটা আবার আমার সংবর্ধনার দাওয়াত। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকে আমার নিজের কলেজ থেকেই এত সম্মান জানানো হবে তা ভাবিনি।' গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে বসে বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

সাংবাদিক গাফ্ফার চৌধুরী ১৯৫০ সালে বরিশাল থেকে মেট্রিক পাস করে ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হন। তখন ঢাকা কলেজের অবস্থান ছিল পুরান ঢাকার সিদ্দিক বাজারে। টিনের ঘরে বসেই ক্লাস করত শিক্ষার্থীরা। এর পরও ঢাকা কলেজ ছিল সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ। যেই শ্রেষ্ঠত্ব এখনো ধরে রেখেছে ঐতিহ্যবাহী এই কলেজটি।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'—কালজয়ী এই গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তখনকার স্মৃতিচারণা করে বলেন, 'আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুজ্জামান খান চৌধুরী। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি আদেশ দেন, কোনো শিক্ষার্থী যাতে আন্দোলনে যোগ না দেয়। কিন্তু অনেকেই তাঁর সেই আদেশ মানেননি। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারির ধর্মঘটে যোগ দিই আমরা অনেকেই। একুশে ফেব্রুয়ারিতেও ঢাকা কলেজ থেকে সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিই আমরা। সেদিন অনেক গুলিবর্ষণ হয়। ঢাকা মেডিক্যালে দেখি একজন শহীদের লাশ। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গেছে। এরপরই আমি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো কবিতাটি লেখা শুরু করি।'

এই ভাষা সৈনিক আরো বলেন, 'প্রথমে এটি কবিতা হিসেবে লেখা হলেও পরে গান হিসেবে সুর করা হয়। ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানেই আবার সেই গান গাওয়া হয়। এই গান সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। এতে সরকার ক্ষুব্ধ হয়। আমিসহ ১১ জন শিক্ষার্থীকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও আন্দোলনের মুখে এক মাস পরই সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে এই গানে নতুন করে সুর দেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। যা এখনো চলছে। এই গানটি বিশ্বের ১১টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তবে সুর ঠিক রাখা হয়েছে।'

গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, 'এই গানকে সম্মান জানানো মানে ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানানো, ভাষা শহীদদের সম্মান জানানো। তবে আমি এখনো ঢাকা কলেজের ছাত্র হিসেবে গর্ববোধ করি। আমার একটা আশা, এই কলেজ একদিন বিশ্ববিদ্যালয় হবে।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আজ ঢাকা কলেজের আনন্দের দিন। এই কলেজের ইতিহাস-ঐতিহ্য ১৭৬ বছরের। এই কলেজেরই কৃতী ছাত্র আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন পুরোধা। কালজয়ী এক গানের রচয়িতা। যত দিন এই দেশ থাকবে, তত দিন তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর লেখা আমাদের পথ দেখায়। তিনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। সমগ্র শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে এই ভাষাসৈনিককে অভিনন্দন জানাই।'

সংবর্ধনায় গাফ্ফার চৌধুরীকে মানপত্র, শুভেচ্ছা স্মারক, বই ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, সাবেক সচিব খন্দকার রাশিদুল হক, সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক রেনু বালা গোপ প্রমুখ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ই.এ.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/অবগতির্থে
স্বাক্ষর